দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 MAY 2010
পৃষ্ঠা 6 কলাম

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্রলীগের বর্তমান : কষ্টের কারাগার

মোমিন মেহেদী

প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ঘটছে নির্মম সংঘর্ষ, হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা। নায়ক-খলনায়ক বরং সোনার সন্তান খ্যাত ছাত্রলীগের চামচা-চামুণ্ডা আর নেতা-কর্মীরা।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদুল হাসান রিপন সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, "কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমাদের হচ্ছে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু ছাত্রলীগ যে ভালো কাজ করছে না তা নয়। এ দেশের অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সরকারের পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ছাত্রলীগই বড় ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে।" ছাত্রলীগ সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। আর এই ঘটনাগুলোর নেপথ্যচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইতিহাস-ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে নির্মমতার অনুশীলন। শিক্ষার পরিবর্তে সন্ত্রাস, কলমের পরিবর্তে অস্ত্র তুলে দেয়া হচ্ছে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হাতে।

বরিশালের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ টিএসসি চত্বর পর্যন্ত চলছে খড়গ-লড়াই। দিনে-দুপুরে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে যাচ্ছে ছাত্রলীগ; করছে নিপীড়ন, নির্যাতন, ধর্ষণ। অথচ ছাত্রলীগ সভাপতি বলছেন, 'হ্যাঁ, আমরা ইতোমধ্যে বেশ যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি।'

ছাত্রলীগ সভাপতির যুগান্তকারী পদক্ষেপ যদি হয় ধর্ষণের দর্শন, তাহলে সেই ছাত্রলীগ দেশ, মানুষ ও ছাত্রদের জন্য কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। বরং, একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ আর হামলাযজ্ঞ চলতেই থাকবে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব থেকে সরে এসেছেন তাও একবছর হতে চলল। এই দীর্ঘ সময়েও ছাত্রলীগ তার চরিত্র বদলায়নি। সারাদেশে ছাত্রলীগ মানেই জলজ্যান্ত আতঙ্ক। এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি মিলছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ হাজার সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ থাকার কারণেই মূলত বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ত্রাসের রাজত্ব নির্মাণ করার সাহস পাচ্ছে

অনবদ্য আগামীর জন্য। ছাত্রলীগের এই বর্তমান তৈরী হওয়ার পেছনে রয়েছে ছাত্র শিবিরের রগকাটা মিশন ও ছাত্রদলের দেখানো ধ্বংসের শিক্ষা।

টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ছাত্রলীগের আজকের এই দৌরাত্ম্য আমাদের আগামীর জন্য খুবই ক্ষতিকর। সুন্দর আগামী নির্মাণের জন্য ছাত্রলীগের মুখে লাগাম দিতে হবে। লাগাম টেনে ধরতে হবে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমান্ডে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ ছাত্রলীগ মানেই আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন বোঝে। ছাত্রলীগকে যতই আওয়ামী লীগ দূরে রাখুক না কেন, ছাত্রলীগ মানেই আওয়ামী লীগের পরিপূরক সংগঠন।

মাঝে ব্যাপক গুঞ্জন উঠেছিল ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় নিয়ে। অথচ এই ছাত্রলীগই জন্ম দিয়েছে কালের কণ্ঠে আলোচিত কণ্ঠস্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে বর্তমানের আলোচিত নাম তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী, সাজেদা চৌধুরী, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ওবায়দুল কাদের প্রমুখের রাজনৈতিক বর্তমান। 'বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মানুষের সম্মান পেয়েছেন; সবই সংগঠন করার বদৌলতে।' এমন মন্তব্যও শোনা যায় ছাত্রলীগের সুনামকারীদের মুখ থেকে। ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্বকে পুঁজি করে কিছু অসৎ রাজনীতিবিদের খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার হওয়ার জন্য ছাত্রলীগের জন্ম না হলেও কালের আবর্তে তাই হচ্ছে। অছাত্র-কুছাত্র আর আদুভাইদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সংঘর্ষের খেসারত দিতে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে রাজু, বকর আর অসীমদের মত ছাত্রদের।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় ছাত্রদল হল দখল, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, টেন্ডারবাজি করতে থাকে দেদারছে। আমাদের দেশের মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী ছাত্রদলের এসব কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা নেয় ছাত্রলীগ। তারপরের ঘটনা তো আর কারো অজানা নেই। চলছে ছাত্রদল, চলছে ছাত্রলীগ। কথায় আছে, 'বিষ্টা খায় সব মাছে নাম পড়ে মাগুর মাছের'। ছাত্রলীগের বেলায়ও তা ব্যতিক্রম নয়। তবে অপরাধীকে অপরাধী বলাই উচিৎ। যেহেতু ছাত্রলীগ অন্যায় করছে সেহেতু অন্যায় দমনেরও ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ। এগিয়ে আসা উচিৎ আওয়ামী লীগের হাই কমান্ডের। তা না হলে এই সংঘর্ষ, হামলা, পাল্টা হামলা আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শিকার হতে হবে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের কোটি কোটি জনতাকে। যাদের রক্তের-ঘামের বিন্দু বিন্দু শক্তিতে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনার নীলাভ আলোর দিকে।

❑ লেখক : সভাপতি, বঙ্গবন্ধু লেখক পরিষদ, ঢাবি শাখা